কালান্তর

সংখ্যা : ১

সিরাতুন নবি ﷺ

মূল্য : ৳১১০

কালান্তর

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪—জমাদিউস সানি ১৪৪৫
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩—রবিউল আউয়াল ১৪৪৫

সংখ্যা : ১

বিষয় : সিরাতুন নবি ﷺ

পৃষ্ঠপোষক : **খতিব তাজুল ইসলাম**
উপদেষ্টা সম্পাদক : **রশীদ জামীল**
সম্পাদক : **আবুল কালাম আজাদ**
সহ-সম্পাদক : **ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন**
সার্কুলেশন : **আবদুল ওয়াদুদ মাহদী**

কার্যালয়
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
কালান্তর প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

সম্পাদক কর্তৃক বোখারা মিডিয়া, বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার সিলেট থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
০১৭১২ ৯০৫১২৮। bokharasyl@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৪	আবুল কালাম আজাদ
সিরাত অধ্যয়নের পূর্বকথা	৫	রিদওয়ান হাসান
সিরাত সংকলনের ইতিহাস	১০	মুহিউদ্দিন কাসেমী
সিরাতুন নবির পাঠ ও চর্চা	১৩	জহির উদ্দিন বাবর
মহানবির পুণ্যময় পরিবার	১৭	আলী হাসান তৈয়ব
আওলাদে রাসুল ﷺ	২৮	রশীদ জামীল
নববি দাওয়াতের সূচনা থেকে দায়িদের শিক্ষা	৩৯	মুফতি আবুল ফাইয়াজ
নবিজির ছায়াসঙ্গী	৪৬	সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
নবিজির বহুবিয়ে; কারণ ও প্রয়োজন	৫০	মুখলিছুর রহমান
দূরদর্শী নবিজি	৫৪	আবদুর রশীদ তারাপাশী
নবিযুগের অর্থনীতি ও আমাদের সমাজ	৬০	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল
রাসুলের রাজনীতি ও বর্তমান পরিস্থিতি	৬৩	খতিব তাজুল ইসলাম
রাসুল-যুগের বিচার ও প্রশাসন	৭০	সাইফ সিরাজ
নবিযুগের শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৭৭	শামসীর হারুনুর রশীদ
বিদায়হজের ভাষণ...	৮৫	এহতেশামুল হক কাসিমী
মহানবির ব্যক্তিসত্তা, একটি পর্যালোচনা	৯৪	আবুল কাসেম আদিল
নবিজি যেমন ছিলেন	৯৭	শাহ মমশাদ আহমদ
নবিজির বাকশিল্প...	৯৯	সাবের চৌধুরী
নবিজির চরিত্র	১০৩	জিয়াউর রহমান
ধ্বংস হলো আবু লাহাব	১০৯	ওমর আলী আশরাফ
হাসি নবিজির সুন্নাত	১১১	ইলিয়াস মশহুদ
নবিজির সুন্নাহে আমাদের উপকার	১১৪	মুতিউল মুরসালিন
বই আলোচনা	১১৬	শামিমা সোবহা
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কিছু সিরাতগ্রন্থ	১১৮	মুহাম্মাদ

সম্পাদকীয়

কালান্তর। নামটা স্মরণ হলেই পুরানো সুখ-স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে। ২০১৩ ও ২০১৪; *কালান্তর* তখন সাড়া জাগানো ব্যতিক্রমধর্মী একটি ম্যাগাজিন। সম্পাদক ছিলেন কথাসাহিত্যিক রশীদ জামীল। তাঁর বৈচিত্র্যময় চিন্তা ও সোৎসাহে আমিও এটি নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে থাকি। সহযোগী হিসেবে একটানা কত রাত, কত দিন যে এর পেছনে ব্যয় করেছি, সময় ও শ্রম দিয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই।

সে যাইহোক, পাঠকমহলে বিপুল সমাদৃত হওয়ার বছরদুয়েক পরেই পত্রিকাটির প্রকাশনা সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদক রশীদ জামীলও চলে যান সুদূর আমেরিকায়।

সেই *কালান্তর* পত্রিকাই পরে প্রকাশনীতে রূপ নেয়। আপনাদের প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কালান্তর প্রকাশনী'। তবে প্রকাশনীর পাশাপাশি ম্যাগাজিনটি নতুন করে চালুর পরিকল্পনা কখনো মিইয়ে যায়নি আমাদের, স্বপ্ন দেখতে থাকি দিবানিশি। অবশেষে স্মৃতি, কল্পনা আর স্বপ্নকে বাস্তব করে দীর্ঘ বিরতির পর আপনাদের প্রিয় *কালান্তর* ম্যাগাজিন এখন আপনাদের হাতে। বরকতময় মাস রবিউল আউয়ালে 'সিরাতুন নবি ﷺ' সংখ্যা দিয়েই আমাদের নবযাত্রা।

ম্যাগাজিনটির ধারাবাহিক প্রকাশনায় সাফল্য কামনা করি বরকতি এ মাসের অসিলায়। প্রিয় পাঠক, সাথে থাকুন কালান্তরের। সম্মানিত লেখক, পাশে থাকুন আমাদের।

পাঠক, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই দূর-বহুদূর।

কালান্তর ম্যাগাজিন 'সিরাতুন নবি ﷺ' সংখ্যার নতুন সংস্করণ এটি। কিছু বানান ছাড়া এই সংস্করণে মৌলিক কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। প্রথম সংখ্যা হিসেবে আমরা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছি। পাঠক, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ, সমালোচনা আমাদের প্রীত করেছে।

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক

সিরাত অধ্যয়নের পূর্বকথা

রিদওয়ান হাসান

‘সিরাত’ আরবি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে তা থেকে আমরা বুঝি, এটি কারও জীবনের দিন-রাত, অবস্থা ও ঘটনাবলির বিবরণী। এই অর্থ বিচার করে ‘সিরাত’ শব্দের সঙ্গে ‘নবি’ শব্দটির যৌগিক অর্থ অনেকে এভাবে করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলির বিবরণী। ‘সিরাতুন নবি’ বলতে অনেকে এই অর্থই করে থাকেন; অথচ এই অর্থ কোনো সাধারণ মানুষের সিরাতের ব্যাপারে মেনে নেওয়া গেলেও প্রিয় নবিজির জীবনীর ব্যাপারে এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, রাসুলের সিরাত হচ্ছে দীনের প্রকাশ্য রূপ।

এ জন্য সিরাতুন নবিকে জানতে কেবল ওইসব গ্রন্থই যথেষ্ট নয়, যা সিরাতগ্রন্থ বলে পরিচিত। এর কারণ হচ্ছে, এসব সিরাতগ্রন্থের শিরোনামে কেবল রাসুলের জন্মগ্রহণ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের অবস্থা এবং নববি যুগের ইতিহাসই স্থান পেয়েছে। সিরাতের অন্যান্য অধ্যায় হয়তো এসব গ্রন্থে আলোচিত নয় কিংবা হলেও তা প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য আলোচনার অধীন। ইমাম গাজালি রাহ. *ফিকহুস সিরাহ*-এর শেষের দিকে বলেছেন, ‘আপনি যখন রাসুল ﷺ-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনেতিহাস পড়ে শেষ করেছেন, তখন হয়তো আপনার ধারণা হবে আপনি নবিজির জীবন অধ্যয়ন করে ফেলেছেন। এটি একটি চরম ভুল। আপনি কখনো যথাযথভাবে সিরাত অনুধাবণ করতে সক্ষম হবেন না, যতক্ষণ-না আপনি কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করবেন। স্রেফ রাসুলের যুগে ঘটিত ঘটনা পড়লেই সিরাতের মহত্ত্ব বুঝে আসবে না। তার জন্য প্রয়োজন কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন এবং সে নিমিত্তে আদর্শ গ্রহণ ও আমল করে যাওয়া।’

রাসুলের সিরাতের উৎস বিচার করলে কয়েকটি উৎস আমরা দেখতে পাই :

১. কুরআনুল কারিম : উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর কাছে প্রিয় নবিজির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআন’।[১] অর্থাৎ, কুরআন মোতাবিক আমল করাই ছিল তাঁর স্বভাব এবং তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনি চরিত্র। কুরআনই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপ এবং জিন্দা কুরআন। এ জন্য কুরআন নবিজির সিরাতের প্রথম ও প্রধান উৎস।

২. হাদিস শরিফ : হাদিস তো বলাই হয় নবিজির নির্দেশনাসমূহ, কাজকর্ম, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, অবস্থা, ঘটনাবলি ইত্যাদিকে। এ জন্য সহিহ হাদিস হচ্ছে সিরাতে নববিয়ার

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৭৪৬

বিশাল আকর বা উৎস। তাই হাদিসের এই বিশাল সম্ভারে সিরাতের কিতাবের মতো জীবনী আঙ্গিকে নয়; বরং তাতে প্রধানত নবিজির শিক্ষা, সুনান, আদাব, চরিত্র, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং দীন কায়িমের জন্য তাঁর মুবারক মেহনতের বিবরণ ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে। তবে সিরাতের অন্যান্য শাখা ও অধ্যায়ের বহু মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও বিক্ষিপ্তভাবে হাদিসের কিতাবসমূহে রয়েছে, যার দ্বারা অনেক সিরাত-লেখক তাঁদের রচনাবলি সমৃদ্ধ করেছেন।

৩. **সিরাতের কিতাবসমূহ :** কুরআন-হাদিসের পর নবিজির সিরাত জানার তৃতীয় উৎস বলা যায় সিরাতের কিতাবসমূহ, যেগুলো মূলত হাদিস ও সাহাবিদের 'আসার' থেকে সংকলিত।

৪. **ইতিহাসের কিতাবসমূহ :** নবিজির সিরাত জানার চতুর্থ উৎস হিসেবে ধরা যায় ইসলামি ইতিহাসের বইগুলো। কারণ, নবিজির সিরাত ছাড়া ইসলামি ইতিহাস কল্পনাও করা যায় না। এ জন্য ইসলামি ইতিহাসের যেকোনো বড় কিতাবের একটি মৌলিক অংশ হয়ে যায় সিরাতে নববি। তবে এ ক্ষেত্রে সাবধানতার বিষয় হচ্ছে, প্রাচ্যবিদদের বিকৃত ইতিহাস থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকা।

এই চারটি উৎসকে সামনে রেখে সিরাতুন নবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নবিজির জীবনে ও যুগে সংঘটিত সমস্ত ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাস—তিনি যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যা-কিছুর অনুমোদন দিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন—তার সবকিছু সিরাতের অন্তর্ভুক্ত। নবিজির জীবনচরিত, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, তাঁর বংশধারা, তাঁর নবুওয়াতের দলিলসমূহ এবং এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি, তাঁর যুদ্ধ ও জিহাদ সিরাতের মৌলিক বিষয়বস্তু। এটি কোনো সাধারণ মানুষের জীবনচরিত নয়; বরং সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবি, পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহামানব, মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ নেতার জীবনেতিহাস। তাই একজন মুসলিমের জন্য সিরাত হলো সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভান্ডার।

এক. সিরাত অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা

১. সিরাত অন্তরের প্রশান্তি ও হৃদয়ের খোরাক। সিরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে মুমিনের ইমান মজবুত হয়, নুর বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কাফিরদের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন,

> তারা কি তাদের রাসুলকে চিনতে পারেনি যে, তাঁকে অস্বীকার করছে...! [সুরা মুমিনুন : ৬৯]

তাই রাসুল ﷺ-এর জীবনচরিত মুমিনের ইমানি শক্তি বৃদ্ধি ও অমুসলিমের জন্য প্রেরণার পাথেয়। আরবের অনেক গোত্র শুধু তাঁর চরিত্র-আদর্শ দেখে ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল।

আনাস রা. বলেন, একবার একব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সাহায্য চাইল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (উপত্যকাভরতি) মেষপাল দান করলেন। (এই বিশাল দান পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে সে তাঁর কওমের কাছে গিয়ে বলল, 'হে কওম, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মাদ ﷺ এমনভাবে দান করেন, যেন তাঁর শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে তাঁর কাছে আসে, তবু দিন শেষে ইসলাম তার কাছে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে প্রিয় মনে হবে।'[২]

---

[২] মুসনাদু আহমাদ।

২. সিরাতুন নবি অধ্যয়ন পুরো দীনকে বুঝতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে একজন মুসলিম আকিদা, আহকাম, আখলাকসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করবে। রাসুল ﷺ নবুওয়াতি জীবনের শুরুতে শুধু তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে শরিয়তের বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে। সিরাত অধ্যয়ন এই তাওহিদ-আকায়িদের বিশ্লেষণ, শরিয়তের বিধিবিধান অবতরণের প্রেক্ষাপট ও পর্যায়ক্রম এবং দীনের 'আমলি' রূপ উন্মোচন করবে। কারণ, এতে সন্দেহ নেই যে, রাসুল ﷺ-এর জীবন হচ্ছে ইসলামের সকল মূলনীতির সর্বোত্তম প্রকাশিত রূপ। এ জন্য ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহ. বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর জীবন হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি, যা তাঁর আদর্শের সঙ্গে মিল হবে তা হক; আর যা বিপরীত হবে তা বাতিল।'[৩]

৩. সিরাতুন নবি অধ্যয়ন পবিত্র কুরআন বুঝতে ও তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। কেননা, কুরআনের বহু আয়াতের ব্যাখ্যা রাসুল ﷺ-এর জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বিশেষত 'আসবাবুন নুজুল'-এর সঙ্গে সিরাতের গভীরতম সম্পর্ক রয়েছে। তাই তাফসিরুল কুরআনের জন্য সিরাত-বিষয়ে পারদর্শিতা একটি অপরিহার্য বিষয়।

৪. সিরাত অধ্যয়ন মানুষের অন্তরে রাসুল ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের অনুভূতি সৃষ্টি করবে। ইরশাদ হয়েছে,

> তোমাদের কেউ ততক্ষণ (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমগ্র মানবজাতি থেকে প্রিয় না হই।[৪]

সিরাতের মাধ্যমে একজন মানুষ রাসুল ﷺ-এর দৈহিক-মানবিক উত্তম গুণাবলি, তাঁর ক্ষমা-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য-ত্যাগ, উম্মতের প্রতি মায়া-মমতা ও দীন প্রচারে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া বিষয়ে জানতে পারবে। এভাবে তার মনে তৈরি হবে নিখাদ ভক্তি-ভালোবাসা, যেমনটি হয়েছিল সাহাবিদের। তাঁরা রাসুল ﷺ-কে তাঁদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

৫. সিরাতুন নবি অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের দায়িরা তালিম-তারবিয়াতের জীবন্ত উপমা লাভ করবেন। কেননা, রাসুল ﷺ তাঁর দাওয়াতের প্রসারে তালিম-তারবিয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এ ছাড়াও দাওয়াতের মূলনীতি, পর্যায়ক্রম, সশস্ত্র জিহাদের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ ও পারস্পারিক সহ-অবস্থানমূলক সফল রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির বিশ্লেষণ সিরাতের মধ্যে রয়েছে।

দুই. কীভাবে সিরাত অধ্যয়ন করব

এ কথা স্পষ্ট যে, রাসুল ﷺ জগদ্‌বাসীর কাছে নিজেকে কোনো রাজনৈতিক নেতা, সমাজসংস্কারক বা মতাদর্শ-প্রচারক হিসেবে পরিচয় দেননি; বরং তাঁর সারা জীবনে তিনি এমন কোনো কাজ করেননি, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কষ্ট করছেন।

তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মানুষের কাছে নিজেকে এভাবে পরিচয় দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আখেরি তথা শেষ নবি হিসেবে আগমন করেছেন এবং পূর্ববর্তী নবিরা তাঁদের উম্মতদের যে দায়িত্ব অর্পণ

[৩] আল জামে লিল বাগদাদি।

[৪] সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

করেছিলেন, তিনিও তাঁর উম্মতের জন্য সেই দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি মানুষ এবং মানবীয় সব গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে দূত হিসেবে নির্বাচন করেছেন, যাতে তিনি ওহির মাধ্যমে মানুষকে তাদের আসল পরিচয় ও পূর্বাপর জীবনের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করেন এবং সর্বতোভাবে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে যে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন যিনি নিজেকে এভাবে পরিচিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে বিবেকের দাবি তো এটাই যে, আমরা তাঁর জীবনচরিত এমনভাবে অধ্যয়ন করব, যাতে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ জন্য আমাদের তাঁর জীবনের সকল দিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে—তবে অবশ্যই তিনি নিজেকে যেভাবে পেশ করেছেন সেই আঙ্গিকে। কেননা, এটা নিশ্চয়ই হাস্যকর যে, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ নামীয় একজন লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এবং আমাদের সতর্ক করছেন এই বলে—'আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, যেভাবে তোমরা ঘুমাও এবং পুনরুত্থিত হবে, যেভাবে ঘুম থেকে জাগ্রত হও। আল্লাহর কসম, (তোমাদের জন্য রয়েছে) চিরস্থায়ী জান্নাত বা চিরস্থায়ী জাহান্নাম।' কিন্তু আমরা তাঁর ব্যক্তি ও কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁর মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। এটা ওই ব্যক্তির মতোই হবে, যাকে একজন দুই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছেন আর ভুল পথ থেকে সতর্ক করছেন। কিন্তু সে তাঁর কথা পালনের বদলে তাঁর পোশাক, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়ে গেল।

সিরাত অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি এটাই যে, আমরা রাসুল ﷺ-এর জীবনের সকল দিক অধ্যয়ন করব; তাঁর জন্ম ও জন্মকাল, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন, স্বভাব-চরিত্র, শত্রু-মিত্রের সঙ্গে তাঁর আচরণ, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর মনোভাব সবকিছু। এই অধ্যয়ন হতে হবে 'সনদ' ও 'মতন'-এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য প্রণীত 'ইলমুল মুসতালাহ' ও 'ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল'শাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে এবং সত্য-ন্যায়ের সন্ধানে।

এই অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবি ছিলেন। তিনি নিজের মনগড়া কোনো শরিয়ত নিয়ে আসেননি; বরং আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে এই শরিয়ত পালনে আমাদের দায়বদ্ধতা অনুধাবন করতে পারব।

এ ছাড়াও এই অধ্যয়নের মাধ্যমে এ স্থির বিশ্বাসে উপনীত হব যে, তিনি সর্বদা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাঁকে অসংখ্য মুজিজা দান করেছিলেন, যার প্রধান হচ্ছে আল কুরআন।

উল্লেখ্য, উনিশ শতকের শেষার্ধে উপনিবেশ পরবর্তীকালে পশ্চিমা আদর্শে বিশ্বাসী (তাদের মদদপুষ্ট) গবেষকেরা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলামের সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের আলোকে করা এবং এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক সবকিছু অস্বীকার করা। ফলে ইতিহাস বিশেষত সিরাত রচনার ক্ষেত্রে তারা 'ইলমুল মুসতালাহ'

ও 'ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল'-এর বদলে নিজেদের মনগড়া বৈজ্ঞানিক নীতিমালা অনুসরণ করেছে। সেই ভিত্তিতে 'মুজিজাত' ও 'সামইয়্যাত' অধ্যায়ের বিরাট অংশ শুধু বিবেক-বিরুদ্ধ হওয়ার অজুহাতে বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং 'নবুওয়াত', 'রিসালাত', 'ওহি' ইত্যাদি বিশেষণ (যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণাবলি) এগুলোর পরিবর্তে 'মহামানব', 'অকুতোভয় সেনানায়ক', 'দিগ্বিজয়ী বীর' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। অথচ কোনো মুসলিমের একমুহূর্তের জন্যও এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, রাসুল ﷺ শুধু একজন 'অকুতোভয় সেনানায়ক', 'দিগ্বিজয়ী বীর' বা 'চতুর বুদ্ধিমান' মানুষ ছিলেন। কারণ, এই ভাবনা রাসুল ﷺ-এর জীবনে প্রমাণিত সকল সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কেননা, এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, রাসুল ﷺ যদিও সকল দৈহিক, মানবিক ও আত্মিক গুণাবলির আধার ছিলেন; কিন্তু এসবের উৎস যে সত্য তা হলো, তিনি আল্লাহপ্রেরিত নবি ছিলেন। তাই মূলকে বাদ দিয়ে শাখার আলোচনা অনর্থক কাজ ছাড়া কিছুই নয়। এ জাতীয় লেখকদের রচিত সিরাতগ্রন্থ পাঠে অবশ্যই সতর্কতা কাম্য।

তিন. শেষ কথা

মাওলানা মানজুর নুমানি একটি সিরাত মাহফিলে তাঁর বক্তব্য এই কথা দিয়েই শেষ করেছিলেন—'আল্লাহ তাআলার পয়গাম্বরদের ও পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রাহবারদের মধ্যে একমাত্র নবিজির ব্যক্তিত্বই এমন, যাঁর জীবনের ছোটবড় ঘটনাবলি এবং শিক্ষা ও নির্দেশনা এতটা বিস্তারিতভাবে এবং এত নির্ভরযোগ্য পন্থায় ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এমনভাবে রেকর্ড করা হয়েছে যে, আমার ও আপনার জন্য আজ তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের অধ্যয়ন সেভাবেই সম্ভব, যেভাবে তাঁর প্রতিবেশী ও সাহাবিরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর জীবন-চরিত অবলোকন করেছিলেন।

এই মুহূর্তে কোনো ধরনের রাখঢাকা ছাড়া স্পষ্ট বলে দেওয়াই ভালো মনে করি যে, রাসুল ﷺ-এর পবিত্র জীবনচরিত ও তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, আমি নিজে যখন তা অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনে হয় আমি যেন তাঁকে, তাঁর সমস্ত ব্যস্ততা ও তাঁর গোটা পরিবেশকে নিজ চোখে দেখছি এবং তাঁর অমীয় বাণীসমূহ নিজ কানে শুনছি।

আমি হলফ করে বলতে পারি, যাদের সঙ্গে আমার চলাফেরা ও উঠাবসা হয়েছে, তাদেরও এতটা জানি না, যতটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মাধ্যমে প্রিয় নবিজিকে জানি। আপনারাও বিশুদ্ধ নিয়তে পবিত্র সিরাত ও তার শিক্ষা অধ্যয়ন করলে আপনাদেরও একই অনুভূতি হবে ইনশাআল্লাহ।'

লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক।

সিরাত সংকলনের ইতিহাস

মহিউদ্দিন কাসেমী

পৃথিবীতে বহু ধর্ম ও মতের অনুসারী রয়েছে। আর প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের কাছে তার ধর্মই সবচেয়ে প্রিয়। তাই নিরপেক্ষভাবে যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যে, বিশ্বমানবতার জন্য উত্তম আদর্শ কে ছিলেন? তাহলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ অনুসৃত মহান ব্যক্তিদের নাম পেশ করবে। তবে এই প্রশ্নটিকেই যদি ভিন্নভাবে করা হয় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে উত্তম আদর্শের অধিকারী এমন কোন সত্তা ছিলেন, যাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও বিবরণ সংকলনে ঐশীগ্রন্থ সংকলনের মতো সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাঁর জীবনের প্রতিটি কথা-কাজ, চলাফেরা, জীবনাচার, কথা বলার ধরন, ওঠা-বসা এমনকি হাসি-কৌতুকের বিবরণগুলোও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে? তাহলে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হবে মুহাম্মাদ আরাবি ﷺ।

প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা অত্যন্ত ভালোবাসা, মর্যাদা ও সতর্কতার সঙ্গে রাসুল ﷺ-এর জীবনাচার ও বাণীসমূহ সংকলন করেছেন। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে হাদিসশাস্ত্রের বিশাল ভান্ডার। আর এই শাস্ত্রেরই একটি অংশ সিরাতশাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যেখানে রাসুল ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ জীবন, তাঁর পরিচালিত যুদ্ধ, দাওয়াতি ও রাজনৈতিক কর্মসূচির আলোচনা উৎকলিত হয়েছে।

আকিদা ও আমলের প্রয়োজন-বিবেচনায় হাদিস সংকলকরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাদিস সংকলন করেছিলেন। তবে ধারাবাহিকভাবে রাসুলের জীবনবৃত্তান্ত ছিল রাসুলপ্রেমীদের আগ্রহের বিষয়। তাই আলিমরা রাসুল ﷺ-এর জীবনের ক্রমবিবরণ সংকলনের মানসে সিরাত সংকলনের প্রতি মনোযোগী হন।

ইসলামের সোনালি যুগের খলিফাদের হাত ধরে অন্যান্য শাস্ত্রের মতোই ইসলামের ইতিহাস ও সিরাত সংকলন যুগের সূচনা হয়। রাসুল ﷺ-এর বিখ্যাত সাহাবি ও খলিফাতুল মুসলিমিন মুআবিয়া রা. ইতিহাসশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি উবায়েদ ইবনু সারিয়াকে ইয়ামেন থেকে ডেকে আনেন। তাঁর মাধ্যমে আরবের লোকমুখে প্রচলিত ইতিহাসকে আখবারুল মাজিয়িন নামক সংকলনে গ্রন্থিত করার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য গ্রন্থটি কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে।

সমকালীন রীতি অনুযায়ী আরবরা পুরুষানুক্রমে নিজেদের বীরত্ব ও রণকৌশলের অমর কীর্তিগুলো সংরক্ষিত রাখত। আর তাই শুরুর দিকে নবিজীবনের অন্যান্য ঘটনার তুলনায় তাঁর পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা দেয়। এসব যুদ্ধবিবরণীর সংশ্লিষ্ট হিসেবে নবিজীবনের বিবিধ ঘটনাবলির

চর্চা শুরু হয়। যার ফলে প্রথমদিকে সিরাতশাস্ত্রের বিশেষ একটি অধ্যায় 'মাগাজি' তথা রাসুল ﷺ-এর যুদ্ধাভিযান-শাস্ত্রের প্রতিই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. এই শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখান। তিনি বিশেষভাবে মাগাজিশাস্ত্রের পাঠদানের আয়োজন করেন এবং আসিম ইবনু কাতাদা আনসারিকে (১২১ হি.) দামেশকের জামে মসজিদে মাগাজি-সংক্রান্ত দারস প্রদানের নির্দেশ দেন। একই সময়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু শিহাব জুহরি (১২৪ হি.) মাগাজিশাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থটি রচনা করেন। বর্তমানে এ গ্রন্থটিরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইমাম জুহরির হাত ধরে মাগাজি ও সিরাতশাস্ত্র সবার আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর পাঠশালা থেকেই ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ তাম্মার ও আবদুর রাহমান ইবনু আবদুল আজিজের মতো সিরাত শাস্ত্রবিশারদদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

জুহরির শিষ্যদের মধ্যে যে দুজন এই শাস্ত্রের খ্যাতিমান তারকা হিসেবে আবির্ভূত হন, তাঁরা ছিলেন মুসা ইবনু উকবা ও মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক।

মুসা ইবনু উকবা ছিলেন তাবিয়ি। সাহাবিদের মধ্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে ইমাম মালিক ছিলেন তাঁর শিষ্য। ইমাম মালিক তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি বলতেন, 'যদি কেউ মাগাজিশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ হতে চায়, তাহলে সে যেন মুসা ইবনু উকবার কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে।' তিনি *কিতাবুল মাগাজি* নামে অনন্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও বর্তমানে তাঁর এ গ্রন্থটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তবে পূর্বসূরিদের কাছে এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত গ্রন্থ ছিল। সিরাতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এর বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ১৪১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক এই শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম হিসেবে স্বীকৃত। আনাস ইবনু মালিক রা.-এর সাক্ষাৎধন্য এই তাবিয়ি হাদিসশাস্ত্রেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। যদিও ইমাম মালিক রাহ. কঠোর ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেছেন, তবু মাগাজি ও সিরাত-সংক্রান্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসরা তাঁকে সিকাহ তথা আস্থাভাজন বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচনা করেন। *কিতাবুল মাগাজি* রচনার মাধ্যমে তিনি এই শাস্ত্রকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। ১৫১ হিজরিতে মহান এই মনীষী ইনতিকাল করেন।

পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের *কিতাবুল মাগাজি* বহুল সমাদৃত হয়। বহু নামকরা আলিম ও মুহাদ্দিস এতে বিন্যাস ও পরিমার্জন করেন। ইবনু হিশামও তাঁর এ গ্রন্থটিকে পরিমার্জন ও সংযোজন করে বিন্যস্ত করেন। সেটিই বর্তমানে *সিরাতে ইবনু হিশাম* নামে পরিচিত। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের *কিতাবুল মাগাজি* কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও *সিরাতে ইবনু হিশাম*কেই এখন তাঁর স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ইবনু হিশামের মূল নাম আবদুল মালিক। হিময়ারি রাজপরিবারের বংশোদ্ভূত এই আলিম অত্যন্ত নামকরা মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২১৩ মতান্তরে ২১৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

দক্ষিণ আফগানিস্তানের বুসত অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. (৩৫৪ হি.) রচনা করেন *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ওয়া আখবারুল খুলাফা*। এটিও সিরাতশাস্ত্রের মৌলিক উৎসসমূহের অন্যতম।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালের আলিমদের সংকলনে একের পর এক অনবদ্য সিরাত সংকলন আলোর মুখ দেখে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো :

- *শারফুল মুসতাফা।* এর রচয়িতা আল্লামা আবু সাআদ আবদুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদ (৪০৭ হি.)। হাফিজ ইবনু হাজার রা. রচিত *আল-ইসাবা* গ্রন্থে এ সংকলনটির বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।
- *রাওজুল উনফ।* এর রচয়িতা আল্লামা আবদুর রাহমান সুহাইলি (৫৮১ হি.)। এটি মূলত ইবনু ইসহাকের সিরাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। পরবর্তীকালের সিরাত সংকলকরা গবেষণা ও তথ্যের ক্ষেত্রে তাঁর এই গ্রন্থের অনুসারী হয়েছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ১২০টি গ্রন্থের সহায়তায় এ সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন।
- *সিরাতে মুগলতাই।* এটি রচনা করেছেন শায়খ আবু আবদুল্লাহ আলাউদ্দিন মুগলতাই রাহ. (৭৬২ হি.)।
- *আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়াহ।* এর রচয়িতা সহিহ বুখারির অন্যতম ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতাল্লানি রাহ. (৯২৩ হি.)।

এভাবে ক্রমেই সিরাত সংকলন আলিমদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ফলে এই শাস্ত্রে বহুমাত্রিক ধারার রচিত হাজারও গ্রন্থের সংকলন রয়েছে। যার তালিকা প্রস্তুত করার জন্যও স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। অদ্যাবধি এই তালিকায় বহু নতুন নতুন গ্রন্থের সংযোজন হয়েই চলছে।

রাসুল ﷺ-এর জীবনী বা সিরাত অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হচ্ছে, রাসুলের ব্যক্তিত্ব, কথা-কাজ ও মৌন সমর্থন সম্পর্কে জেনে তাঁর অনুসরণ করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত থেকে একজন মুসলিম তাঁর জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়—যেমন : তাঁর জন্ম-মৃত্যু, শৈশব, যৌবন, দাওয়াত, জিহাদসহ নবিজীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। অনুভব করতে পারবেন তিনি ছিলেন একাধারে একজন স্বামী, পিতা, নেতা, যোদ্ধা, শাসক, রাজনীতিবিদ, দায়ি, দুনিয়াবিমুখ ও নিষ্ঠাবান বিচারক। যার ফলে সে তার জীবনের লক্ষ্য বেছে নিতে পারবে তাঁর সুমহান জীবনাচার থেকে।

লেখক : মুহাদ্দিস, লেখক।

সিরাতুন নবির পাঠ ও চর্চা

জহির উদ্দিন বাবর

মানুষ স্বভাবতই অনুসরণ ও অনুকরণপ্রিয়। যেকোনো কাজে আদর্শ বা মডেল খোঁজা মানুষের স্বভাব। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয়—সব ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারও দেখানো পথ অনুসরণ করি। জীবনচলায় এটা মানুষের জন্য নিরাপদ। যেকোনো অজানা গন্তব্যে যেতে হলে চেনা-জানা কারও নির্দেশনা অনুযায়ী চলাই সমীচীন। নিজে নিজে অজানা পথ মাড়াতে গেলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। মানুষের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব পাওয়া অসম্ভব। আপনি দুনিয়ার যে-কাউকে অনুসরণ করুন, তার প্রতিটি কর্মকাণ্ড আপনার আস্থায় আসবে না। কোনো-না-কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এতে তার প্রতি আপনার আস্থা ও বিশ্বাসে চিড় ধরা স্বাভাবিক।

তবে মানবেতিহাসে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বা মডেল কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। তাঁর পূর্ণতার সার্টিফিকেট খোদ আল্লাহ দিয়েছেন। শুধু তাঁর জীবন ও আদর্শের মধ্যেই আপনি খুঁজে পাবেন জীবনচলার পাথেয়। মানবজীবনের ঐকান্তিক সফলতা নিহিত আছে তাঁর আদর্শে।

এ জন্য মুসলিম হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করা, তাঁর দেখানো পথে চলা, তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন ইমানের অনিবার্য দাবি। রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্য করাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> (হে নবি) বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা আলে ইমরান : ৩১]

একজন মুমিনের ইমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, তার স্ত্রী-পরিজন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে রাসুলকে বেশি ভালোবাসবে। হাদিসে আছে,

> তোমরা তোমাদের সন্তান, পিতা-মাতা এবং সবার চেয়ে আমাকে যতক্ষণ-না বেশি ভালোবাসবে, ততক্ষণ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।[৫]

মুসলমান বলে দাবি করলে তাঁকেই মানতে হবে, তাঁর আদর্শের কাছেই বার বার ফিরে যেতে হবে। তাঁর আদর্শ ও নির্দেশিত পথ মানবজাতির এমন এক ঠিকানা, যা ভুল করলে কখনো কেউ সাফল্যের মুখ দেখতে পারবে না। জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রিয়নবিই হলেন আমাদের প্রকৃত সহায়ক, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার একমাত্র

[৫] সহিহ বুখারি।